সূরা - ২৬

কবিগণ

(আশ্-শু'আরা', :২২৪)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম দিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ ত্বা, সীন, মীম।

২ এসব হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাণীসমূহ।

৩ তুমি হয়ত তোমার নিজেকে মেরেই ফেলবে যেহেতু তারা মুমিন হচ্ছে না।

৪ যদি আমরা ইচ্ছা করতাম তাহলে আমরা তাদের উপরে আকাশ থেকে একটি নিদর্শন পাঠাতে পারতাম, তখন এর কারণে তাদের ঘাড় নুইয়ে হেঁট করে দেয়া হত।

৫ আর তাদের নিকট পরম করুণাময়ের কাছ থেকে কোনো নতুন স্মরণীয়-বার্তা আসতে না আসতেই তারা তা থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

৬ তাহলে তারা প্রত্যাখ্যান করেই ফেলেছে; সুতরাং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার সংবাদ তাদের কাছে শীঘ্রই আসছে।

৭ তারা কি পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখে না— এতে আমরা প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কল্পতরু কত যে জন্মিয়েছি?

৮ নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়!

৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ২

১০ আর স্মরণ করো! তোমার প্রভু মূসাকে ডেকে বললেন— "তুমি অত্যাচারী লোকদের কাছে যাও,—

১১ ফিরআউনের লোকদের কাছে। তারা কি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করবে না?"

১২ তিনি বললেন— "আমার প্রভো! আমি অবশ্যই আশংকা করি যে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

১৩ "আমার বুক সংকুচিত হয়ে পড়েছে, আর আমার জিহ্বা বাক্‌পটু নয়, সেজন্য হারূনের প্রতিও ডাক পাঠাও।

১৪ "আর আমার বিরুদ্ধে এক অপরাধ তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, সেজন্য আমি ভয় করি যে তারা আমাকে কাতল করবে।"

১৫ তিনি বললেন— "কখনো না! অতএব তোমরা দুজনেই আমাদের নিদর্শন সমূহ নিয়ে যাও; নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি শুনতে থাকা অবস্থায়।

১৬ "সুতরাং তোমরা ফিরআউনের নিকট যাও আর বলো— 'আমরা আলবৎ বিশ্বজগতের প্রভুর রসূল—

১৭ "যে ইসরাইলের বংশধরদের আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও'।"

১৮ সে বললে— "তোমাকে কি ছেলেবেলায় আমাদের কাছেই লালনপালন করি নি, এবং তুমি কি আমাদেরই মধ্যে তোমার জীবনের বহু বৎসর কাটাও নি?

১৯ "আর তোমার কাজ যা তুমি করেছ তা তো করেইছ, তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের মধ্যেকার!"

২০ তিনি বললেন— "আমি এটি করেছিলাম যখন আমি পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলাম।

২১ "এরপর যখন আমি তোমাদের ভয় করেছিলাম তখন আমি তোমাদের থেকে ফেরার হলাম; তারপর আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আর তিনি আমাকে বানিয়েছেন রসূলদের অন্যতম।

২২ "আর এই তো হচ্ছে সেই অনুগ্রহ যা তুমি আমার কাছে উল্লেখ করছ যার জন্যে তুমি ইসরাইলের বংশধরদের দাস বানিয়েছ!"

২৩ ফিরআউন বললে— "বিশ্বজগতের প্রভু আবার কি হয়?"

২৪ তিনি বললেন— "মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার প্রভু;— যদি তোমরা দৃঢ়প্রত্যয়িত হও।"

২৫ সে তার আশপাশে যারা আছে তাদের বললে— "তোমরা কি শুনছ না?"

২৬ তিনি বললেন— "তোমাদের প্রভু এবং পূর্বকালের তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও প্রভু।"

২৭ সে বললে— "তোমাদের রসূলটি যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সে তো বদ্ধ পাগল।"

২৮ তিনি বললেন— "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুইয়ের মধ্যে যা আছে তারও প্রভু; যদি তোমরা বুঝতে পারতে।"

২৯ সে বললে— "তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ কর তবে আমি আলবৎ তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

৩০ তিনি বললেন— "কী! আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট কিছু আনলেও?"

৩১ সে বললে— "তবে তা নিয়ে এস যদি তুমি সত্যবাদীদের একজন হও।"

৩২ সুতরাং তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন আশ্চর্য! এটি এক স্পষ্ট সাপ হয়ে গেল।

৩৩ আর তিনি তাঁর হাত বের করেলন, তখন দেখো! দর্শকদের কাছে তা সাদা হয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ - ৩

৩৪ সে তার আশপাশের প্রধানদের বললে— "এ তো নিশ্চয়ই এক ওস্তাদ জাদুকর,—

৩৫ "সে চাইছে তার জাদুর দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে; কাজেই কী তোমরা উপদেশ দাও?"

৩৬ তারা বললে— "তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দাও, আর শহরে শহরে সংগ্রাহকদের পাঠাও,—

৩৭ "যেন তারা প্রত্যেক জ্ঞানী জাদুকরদের তোমার কাছে নিয়ে আছে।"

৩৮ সুতরাং জাদুকরদের একত্র করা হ'ল নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপিত দিনে;

৩৯ আর লোকদের বলা হ'ল— "তোমরা কি জমায়েৎ হচ্ছ,—

৪০ "যেন আমরা জাদুকরদের অনুগমন করতে পারি যদি তারা নিজেরা বিজয়ী হয়?"

৪১ তারপর যখন জদুকররা এল তারা ফিরআউনকে বললে— "আমাদের জন্য কি বিশেষ পুরস্কার থাকবে যদি আমরা খোদ বিজয়ী হই?"

৪২ সে বললে— "হাঁ, আর সেক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গ হবে।"

৪৩ মূসা তাদের বললেন— "ছোড়ো যা তোমরা ছুঁড়তে যাচ্ছ।"

৪৪ সুতরাং তাদের দড়িদড়া ও তাদের লাঠি-লগুড় তারা ছুঁড়লো এবং বললে— "ফিরআউনের প্রভাবে আমরা তো নিজেরাই বিজয়ী হব।"

৪৫ তারপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন দেখো! এটি গিলে ফেলল যা তারা বুনেছিল।

৪৬ তখন জাদুকররা লুটিয়ে পড়ল সিজ্‌দাবনত হয়ে;

৪৭ তারা বললে, "আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজগতের প্রভুর প্রতি,—

৪৮ "যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রভু।"

৪৯ সে বললে— "তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই? সে-ই নিশ্চয় তোমাদের গুরু যে তোমাদের জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা টের পাবে। আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও তোমাদের পা আড়াআড়ি-ভাবে কেটে ফেলবই, আর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।"

৫০ তারা বললে— "কোনো ক্ষতি নেই; নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তনশীল।

৫১ "আমরা নিশ্চয়ই আশা করি যে আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, যেহেতু আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।"

পরিচ্ছেদ - ৪

৫২ আর আমরা মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে— "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের মধ্যে রওয়ানা হয়ে যাও, তোমাদের অবশ্য পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।"

৫৩ তখন ফিরআউন শহরে-নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাল—

৫৪ "নিঃসন্দেহ তারা একটি ছোটখাট দল,

৫৫ "আর নিঃসন্দেহ আমাদের জন্য তারা তো ক্রোধ উদ্রেককারী;

৫৬ "আর আমরা তো নিশ্চয় সজাগ-সশস্ত্র জনতা।"

৫৭ কাজেই আমরা তাদের বের ক'রে আনলাম বাগানসমূহ ও ঝরনারাজি থেকে,

৫৮ আর ধনভাণ্ডার ও জমকালো বাড়িঘর থেকে,—

৫৯ এইভাবেই। আর এইগুলো আমরা ইসরাইলের বংশধরদের উত্তরাধিকার করতে দিয়েছিলাম।

৬০ তারপর তারা এদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল সূর্যোদয়কালে।

৬১ অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বললে— "আমরা তো নিঃসন্দেহ ধরা পড়ে গেলাম।"

৬২ তিনি বললেন— "নিশ্চয়ই না; আমার সঙ্গে আলবৎ আমার প্রভু রয়েছেন, তিনি আমাকে অচিরেই পথ দেখাবেন।"

৬৩ তখন আমরা মূসার নিকট প্রত্যাদেশ দিলাম এই বলে— "তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর।" ফলে এটি বিভক্ত হয়ে গেল, সুতরাং প্রত্যেক দল এক-একটি বিরাট পাহাড়ের মতো হয়েছিল।

৬৪ আর অন্যদেরকেও আমরা নিয়ে এলাম সেই অঞ্চলে।

৬৫ আর মূসাকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল সে-সবাইকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম।

৬৬ তারপর অন্যদেরকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

৬৭ নিঃসন্দেহ এতে তো একটি নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

৬৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ৫

৬৯ আর তুমি তাদের কাছে ইব্রাহীমের কাহিনী বর্ণনা করো।

৭০ স্মরণ করো! তিনি তাঁর পিতৃপুরুষকে ও তাঁর স্বজাতিকে বললেন— "তোমরা কিসের উপাসনা কর?"

৭১ তারা বললে— "আমরা প্রতিমাদের পূজা করি, আর আমরা তাদের আরাধনায় নিষ্ঠাবান থাকব।"

৭২ তিনি বললেন, "তারা কি তোমাদের শোনে যখন তোমরা ডাকো?

৭৩ "অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে কিংবা অপকার করতে পারে?"

৭৪ তারা বললে— "না, আমাদের পিতৃপুরুষদের আমরা দেখতে পেয়েছি এইভাবে তারা করছে ।"

৭৫ তিনি বললেন— "তোমরা কি তবে ভেবে দেখেছ তোমরা কিসের উপাসনা করছ,—

৭৬ "তোমরা ও তোমাদের পূর্বগামী পিতৃপুরুষরা?

৭৭ "অতএব তারা আলবৎ আমার শত্রু, কিন্তু ভূ-বিশ্বের প্রভু নন,

৭৮ "যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন;

৭৯ "আর যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করতে দেন,

৮০ "আর যখন আমি রোগে ভোগি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন,

৮১ "আর যিনি, আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপরে আমাকে পুনর্জীবন দেবেন,

৮২ "আর যিনি, আমি আশা করি, বিচারের দিনে আমার ভুলভ্রান্তিগুলো আমার জন্য ক্ষমা করে দেবেন।

৮৩ "আমার প্রভো! আমাকে জ্ঞান দান করো, আর আমাকে সৎকর্মীদের সঙ্গে যুক্ত করো।

৮৪ "আর আমার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সদালাপন সৃষ্টি করো।

৮৫ "আর আমাকে আনন্দময় উদ্যানের ওয়ারিশানের অন্তর্ভুক্ত করো।

৮৬ "আর আমার পিতৃপুরুষকে পরিত্রাণ করো, কেননা সে তো পথভ্রান্তদের মধ্যেকার হয়ে গেছে।

৮৭ "আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না তখন যেইদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে,—

৮৮ "যেদিন ধনসম্পদে কোনো কাজ দেবে না, সন্তানাদিতেও নয়,

৮৯ "শুধু সে ব্যতীত যে নির্মল-নিষ্পাপ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে।"

৯০ আর স্বর্গোদ্যানকে ধর্মভীরুদের জন্য সন্নিকটে আনা হবে;

৯১ আর দুযখকে খোলে দেওয়া হবে পথভ্রষ্টদের জন্য।

৯২ আর তাদের বলা হবে— "কোথায় তারা যাদের তোমরা উপাসনা করতে—

৯৩ "আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করছে, না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারছে?"

৯৪ সুতরাং তাদের এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে— তাদের এবং পথভ্রান্তদের,

৯৫ আর ইব্‌লীসের দলবল সকলকেও।

৯৬ তারা সেখানে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে বলবে—

৯৭ "আল্লাহ্‌র দিব্য, আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম,—

৯৮ "যখন আমরা বিশ্বজগতের প্রভুর সঙ্গে তোমাদের এক-সমান গণ্য করেছিলাম।

৯৯ "আর অপরাধীরা ছাড়া অন্য কেউ আমাদের বিপথে নেয় নি।

১০০ "সেজন্যে আমাদের জন্য সুপারিশকারীদের কেউ নেই,

১০১ "আর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।

১০২ "হায়! আমাদের জন্য যদি আকেরবার উপায় থাকত তাহলে আমরা মুমিনদের মধ্যেকার হতাম।"

১০৩ নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১০৪ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু,— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ৬

১০৫ নূহের স্বজাতি রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১০৬ দেখো! তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করবে না?

১০৭ "আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

১০৮ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়-ভক্তি কর ও আমাকে মেনে চল।

১০৯ "আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার মজুরি তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়।

১১০ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর ও আমার আজ্ঞাপালন কর।"

১১১ তারা বললে— "আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব যখন তোমাকে অনুসরণ করছে ইতরগোষ্ঠী?"

১১২ তিনি বললেন— "তারা কী করত সে সম্বন্ধে আর আমার জ্ঞান থাকবার নয়।

১১৩ "তাদের হিসাবপত্র আমার প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়, যদি তোমরা বুঝতে!

১১৪ "আর আমি তো মুমিনদের তাড়িয়ে দেবার পাত্র নই।

১১৫ "আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন নই।"

১১৬ তারা বললে— "হে নূহ! তুমি যদি না থামো তাহলে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে-নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"

১১৭ তিনি বললেন— "আমার প্রভো! আমার স্বজাতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১১৮ "অতএব আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এনে মীমাংসা করে দাও, আর আমাকে ও আমার সাথে মুমিনদের যারা রয়েছে তাদের উদ্ধার করে দাও।"

১১৯ সুতরাং আমরা তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের উদ্ধার করলাম বোঝাই করা জাহাজে।

১২০ তারপর আমরা ডুবিয়ে দিলাম পরবর্তী অবশিষ্টদের।

১২১ নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১২২ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু,— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ৭

১২৩ আর 'আদ জাতি রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১২৪ দেখো, তাদের ভাই হূদ তাদের বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করবে না?

১২৫ "আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

১২৬ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

১২৭ "আর আমি এ-জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার নজুরি তো ভূ-বিশ্বের প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়।

১২৮ "তোমরা কি প্রত্যেক পাহাড়ে অযথা স্তম্ভ নির্মাণ করছ,

১২৯ "আর দুর্গ তৈরি করছ যেন তোমরা চিরস্থায়ী হবে?"

১৩০ "আর যখন তোমরা পাকড়াও কর তখন জবরদস্তভাবে পাকড়াও করে থাক।

১৩১ "সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভক্তিশ্রদ্ধা কর ও আমার আজ্ঞাপালন কর।

১৩২ "আর ভয়-ভক্তি কর তাঁকে যিনি তোমাদের মদদ করেছেন যা তোমরা শিখেছ তা দিয়ে;—

১৩৩ "আর তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি-পশু ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে,

১৩৪ "আর বাগানসমূহ ও ফোয়ারাগুলো দিয়ে।

১৩৫ "নিঃসন্দেহ আমি আশংকা করছি তোমাদের উপরে এক মহাদিনের শাস্তির।"

১৩৬ তারা বললে— "তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশদাতাদের মধ্যে তুমি নাই-বা হও আমাদের কাছে সবই সমান।

১৩৭ "এ তো সেকেলে আচরণ ছাড়া কিছুই নয়;

১৩৮ "আর আমরা শাস্তি পাবার নই।"

১৩৯ কাজেই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, সুতরাং আমরা তাদের ধ্বংস করেছিলাম। নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৪০ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু,— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ – ৮

১৪১ আর ছামূদ জাতি রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৪২ দেখো, তাদের ভাই সালিহ্ তাদের বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করবে না?

১৪৩ "আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

১৪৪ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়-ভক্তি কর ও আমাকে মেনে চল!

১৪৫ "আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার মজুরি তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়।

১৪৬ "এখানে যা আছে তাতে কি তোমাদের নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে,—

১৪৭ "বাগানসমূহে ও ফোয়ারাগুলোয়,

১৪৮ "আর শস্যক্ষেত্রে ও খেজুর-বাগানে যার ছড়িগুলো ভারী?

১৪৯ "তোমরা তো পাহাড় খুদে বাড়িঘর তৈরি কর নিপুণভাবে।

১৫০ "সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর ও আমার আজ্ঞাপালন কর।

১৫১ "আর সীমালংঘনকারীদের নির্দেশ মেনে চল না,—

১৫২ "যারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে আর শান্তিস্থাপন করে না।"

১৫৩ তারা বললে— "তুমি তো নিঃসন্দেহ জাদুগ্রস্তদেরই একজন।

১৫৪ "তুমি আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নও; অতএব কোনো এক নিদর্শন নিয়ে এস যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যেকার হও।"

১৫৫ তিনি বললেন— "এই একটি উষ্ট্রী; তার জন্য পানীয় থাকবে আর তোমাদের জন্যও পানীয় থাকবে নির্ধারিত সময়ে।

১৫৬ "আর তোমরা অনিষ্ট দিয়ে ওকে স্পর্শ করো না, পাছে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করে।"

১৫৭ কিন্তু তারা এটিকে হত্যা করলে; পরিণামে সকাল-সকালই তারা পরিতাপকারী হল।

১৫৮ সেজন্য শাস্তি তাদের পাকড়াও করল। নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৫৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ৯

১৬০ আর লূতের লোকদল রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৬১ দেখো! তাদের ভাই লূত তাদের বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করবে না?

১৬২ "আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

১৬৩ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়ভক্তি কর ও আমাকে মেনে চল।

১৬৪ "আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার মজুরি তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়।

১৬৫ "তোমরা কি মানুষজাতীর মধ্যে পুরুষদের কাছেই এসে থাক,

১৬৬ "আর পরিত্যাগ করছ তোমাদের স্ত্রীদের যাদের তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? না, তোমরা তো সীমালংঘনকারী জাতি।"

১৬৭ তারা বললে— "হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তুমি নিশ্চয়ই নির্বাসিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

১৬৮ তিনি বললেন— "আমি অবশ্যই তোমাদের আচরণকে ঘৃণাকারীদেরই একজন।

১৬৯ "আমার প্রভো! তারা যা করে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করো।"

১৭০ সুতরাং আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে একই সঙ্গে উদ্ধার করলাম,—

১৭১ এক বুড়ীকে ছাড়া, যে পেছনে-পড়ে-থাকাদের মধ্যে রয়েছিল।

১৭২ তারপর আমরা অন্যান্যদের বিধ্বংস করেছিলাম।

১৭৩ আর তাদের উপরে আমরা বর্ষণ করেছিলাম এক বৃষ্টি;— সুতরাং কত মন্দ এই বৃষ্টি সতর্কীকৃতদের জন্য।

১৭৪ নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৭৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু,— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ১০

১৭৬ আইকার অধিবাসীরা রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৭৭ দেখো, শোআইব তাদের বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করবে না?

১৭৮ "আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

১৭৯ “অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়ভক্তি কর ও আমাকে মেনে চল।

১৮০ “আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো বিশ্বজগতের প্রভুর কাছে ছাড়া অন্যত্র নয়।

১৮১ “মাপে পুরোমাত্রায় দেবে, আর তোমরা মাপে-কম-করা লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৮২ “সঠিক পাল্লায় ওজন করো।

১৮৩ “আর লোকজনের ক্ষতিসাধন করো না তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে, আর দুনিয়াতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না অনিষ্টাচরণ ক'রে।

১৮৪ “আর ভয়-ভক্তি করো তাঁকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ববর্তী লোকদেরও।”

১৮৫ তারা বললে— “তুমি তো আলবৎ জাদুগ্রস্তদের মধ্যেকার;”

১৮৬ “আর তুমি আমাদের ন্যায় একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও; আর আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন বলেই তো গণনা করি।

১৮৭ “অতএব আকাশের একটি টুকরো আমাদের উপরে ফেলে দাও, যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যেকার হও।”

১৮৮ তিনি বললেন— “আমার প্রভু ভাল জানেন কী তোমরা কর।”

১৮৯ কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, সেজন্যে এক অন্ধকার দিনের শাস্তি তাদের পাকড়াও করল। নিঃসন্দেহ এটি ছিল এক ভীষণ দিনে শাস্তি।

১৯০ নিঃসন্দেহ এতে তো এক নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৯১ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু,— তিনিই তো মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতা।

পরিচ্ছেদ - ১১

১৯২ আর নিঃসন্দেহ এটি নিশ্চয়ই বিশ্বজগতের প্রভুর তরফ থেকে এক অবতারণ।

১৯৩ রুহুল আমীন এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন—

১৯৪ তোমার হৃদয়ের উপরে, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হতে পার;—

১৯৫ সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

১৯৬ আর নিঃসন্দেহ এটি পূর্ববর্তীদের ধর্মগ্রন্থে রয়েছে ।

১৯৭ একি তাদের জন্য একটি নিদর্শন নয় যে ইস্রাইলের বংশধরদের পণ্ডিতগণ এটি জানে?

১৯৮ আর আমরা যদি এটি অবতারণ করতাম কোনো ভিন্ন দেশীয়ের কাছে,

১৯৯ আর সে এটি তাদের কাছে পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে বিশ্বাসভাজন হতো না।

২০০ এইভাবেই আমরা এটিকে প্রবেশ করিয়েছি অপরাধীদের অন্তরে।

২০১ তারা এতে বিশ্বাস করবে না যে পর্যন্ত না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

২০২ সুতরাং এ তাদের কাছে আসবে আকস্মিকভাবে, আর তারা টের পাবে না।

২০৩ তখন তারা বলবে— “আমরা কি অবকাশ প্রাপ্ত হব?”

২০৪ কী, তারা কি এখনও আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি করতে চায়?

২০৫ তুমি কি তবে লক্ষ্য করেছ— যদি আমরা তাদের বহু বছর ভোগ-বিলাস করতে দিই।

২০৬ তারপর তাদের কাছে এসে পড়ে যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছিল—

২০৭ তবু যা তাদের উপভোগ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তাদের কোনো কাজে আসবে না?

২০৮ আর আমরা কোনো জনপদ ধ্বংস করি নি যার সতর্ককারী ছিল না।

২০৯ স্মারকগ্রন্থ, আর আমরা কখনও অন্যায়কারী নই।

২১০ আর শয়তানরা এ নিয়ে অবতরণ করে নি;

২১১ আর তাদের পক্ষে এ সমীচীন নয়, আর তারা সামর্থ্যও রাখে না।

২১২ নিঃসন্দেহ শুনবার ক্ষেত্রে তারা তো অপারগ।

২১৩ সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, পাছে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যেকার হয়ে যাও।

২১৪ আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সাবধান করে দাও;

২১৫ আর তোমার ডানা আনত করো মুমিনদের যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি।

২১৬ কিন্তু তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তবে বলো— "আমি আলবৎ দায়মুক্ত তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।"

২১৭ আর তুমি নির্ভর কর মহাশক্তিশালী, অফুরন্ত ফলদাতার উপরে;—

২১৮ যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও,

২১৯ এবং সিজ্‌দাকারীদের সঙ্গে তোমার উঠা-বসা করতে।

২২০ নিঃসন্দেহ তিনি— তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

২২১ আমি কি তোমাদের জানাব কাদের উপরে শয়তানরা অবতরণ করে?

২২২ তারা অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর উপরে,

২২৩ তারা কান পাতে, আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

২২৪ আর কবিগণ,— তাদের অনুসরণ করে ভ্রান্তপথগামীরা।

২২৫ তুমি কি দেখ না যে তারা নিঃসন্দেহ প্রত্যেক উপত্যকায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়,

২২৬ আর তারা নিশ্চয়ই তাই বলে যা তারা করে না?—

২২৭ তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, এবং আল্লাহ্‌কে খুব ক'রে স্মরণ করে, আর অত্যাচারিত হবার পরে প্রতিরক্ষা করে। আর যারা অন্যায় করে তারা অচিরেই জানতে পারবে কোন্ বিপর্যয়ের মধ্যে তারা প্রত্যাবর্তন করছে।